অধ্যায় ১০ ঃ বাংলা ব্যাকরণ

অধ্যায়-বিন্যাস

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

১০.২ পরিচিতি

১০.৩ শব্দ, পদ, বাক্য

১০.৩.১ পদ পরিবর্তন

১০.৪ বাগ্‌ধারা বা বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ

১০.৫ বাংলা বানান

১০.৫.১ বানান রীতি

১০.৫.২ অশুদ্ধ বানান ও তার সংশোধিত রূপ

১০.৬ শব্দভাণ্ডার

১০.৬.১ শ্রেণিবিভাগ

১০.৬.২ মৌলিক শব্দ

১০.৬.৩ আগন্তুক শব্দ

১০.৭ সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ

১০.৭.১ সমার্থক শব্দ

১০.৭.২ বিপরীতার্থক শব্দ

১০.৮ অধ্যায়-সংক্ষেপ

১০.৯ অতিরিক্ত পঠন

১০.১০ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর

১০.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

বর্তমান অধ্যায়টি পড়ে আপনারা জানবেন—

- পদপরিবর্তন কীভাবে হয়
- শব্দভাণ্ডারের শ্রেণিভেদ
- মৌলিক ও আগন্তুক শব্দের পরিচয়
- বাগ্বিধি বা বাগ্‌ধারা প্রয়োগে কীভাবে ভাষাকে শ্রুতিমধুর করে তোলা যায়
- সমার্থক ও বিপরীত শব্দের স্বরূপ (তালিকাসহ)
- বাংলা বানানের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম
- বানানের অশুদ্ধি সংশোধন।

১০.২ পরিচিতি

বিষয় হিসাবে বাংলা ভাষার ব্যাকরণের ব্যাপ্তি বহু বিস্তৃত। তার মধ্যে পদ, সন্ধি, ণ-ত্ব বিধি, ষ-ত্ব বিধি, প্রত্যয়, সমাস, কারক-বিভক্তি ইত্যাদি বিষয়গুলো আপনারা মাধ্যমিক স্তরেই পড়ে এসেছেন. বাংলা ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে যিনি ভবিষ্যতে পড়বেন তাঁকে এগুলো অবশ্যই আবার জানতে হবে। এদের আমরা ***প্রথাগত ব্যাকরণ*** বলতে পারি। তবে বর্তমানে আপনারা এগুলো পড়বেন না। বাংলা ভাষায় লিখতে গিয়ে অনেক সময় আপনাদের সামনে কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। যে বাক্যটা লিখলেন তাকে কি আর একটু শ্রুতিমধুর করে লেখা যায়? বা মনের ভাবটা প্রকাশ করতে গিয়ে বাক্যকে একেবারে সাধারণ ভাবে না লিখে তাকে কি হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায় না? কারণ যা বলার বা লেখার তাকে সবসময় সুন্দর করে বলতে হয়। একেই বলে ভাষাচর্চা। বর্তমান অধ্যায়ে এধরনের চর্চাসুলভ ব্যাকরণই আপনারা পড়বেন।



প্রথাগত ব্যাকরণ ঃ সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণকে অনুসরণ করে সন্ধি, সমাস, বচন, পুরুষ, কারক ইত্যাদি যেগুলোকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা বাংলা ভাষার ব্যাকরণেও প্রয়োগ করেছেন তাকেই প্রথাগত ব্যাকরণ বলতে পারি।

এই অধ্যায়ের পড়াগুলো অবশ্যই প্রথাগত ব্যাকরণের অন্তর্গত, তবু ভাষা সুচারুভাবে প্রকাশের জন্য এগুলো জানা প্রয়োজন। আপনাদের লক্ষ্য হবে, যা লিখতে চাইছেন তা যেন পাঠকের মনকে আনন্দ দেয়। সেটা প্রশ্নের উত্তরই হোক আর অন্য কিছু লেখাই হোক।

তবে পাঠকের চিত্তাকর্ষক করে লেখার অন্যতম শর্ত হলো বানান-শুদ্ধি। আমাদের ভালো লেখার অন্তরায় বানান ঠিকঠাক না লেখা। এই অধ্যায়ে আপনারা অধুনা প্রচলিত বানান রীতির কয়েকটি সাধারণ নিয়ম পড়বেন এবং তাকে মনে রাখার চেষ্টা করবেন। বাংলা বানান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা আজকের নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই বানানের সংস্কার নিয়ে চিন্তাচর্চা শুরু হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বানান সংস্কারের জন্য যে বানান রীতি তৈরি করা হয়েছিল, তাকে মেনে নিয়েই পরবর্তী সময়ে বাংলা বানান লেখা হয়েছে। তবে এখন সেই বানান রীতি নিয়েও নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বানানের যথোপযুক্ত সংশোধনও করা হয়েছে। বর্তমান পাঠে আপনারা বিভিন্ন শব্দের যে বানান দেখবেন তা ওই সংশোধিত রীতিকে মেনেই লেখা হয়েছে। আমরা অনুরোধ করব আধুনিক বানানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য আপনারা এখন থেকে সবসময় 'আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান' ব্যবহার করবেন।



আসুন জেনে নিই ...

বাঙালিরা নিজেদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য গ্রহণযোগ্য অর্থ সমন্বিত শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্য যখন ভাষায় ব্যবহার করেন তখন তাকে বাংলা ভাষা বলা হয়। যে বইতে এই ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি বিচার ও বিশ্লেষণ আছে এবং যা পড়লে বাংলা ভাষা শুদ্ধভাবে লিখতে বা বলতে পারি তাকে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, সংক্ষেপে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম সংকলনের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতিতে ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,

বিধুশেখর শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি লেখক ও ভাষাবিদ পণ্ডিতেরা। ১৯৩৬ সালের ৩১ মার্চ প্রকাশিত হয় এই বানান সমিতির নিয়মাবলি।

১০.৩ শব্দ, পদ, বাক্য

আপনারা জেনেছেন অর্থপূর্ণ ধ্বনিসমষ্টিকেই ভাষা বলে। শব্দ, পদ— এরা বাক্যেরই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং বাক্যই অর্থগত শৃঙ্খলা বজায় রেখে ভাষাকে সুন্দর করে তোলে। আলাদা আলাদা ভাবে 'বন্যা', 'পশু', 'মানুষ', 'প্রাণহানি' ইত্যাদি পদের অর্থ রয়েছে। কিন্তু যদি এরকম একটা বাক্য লিখি,— 'অসমের পশু, মানুষ ঘটেছে বন্যায় প্রাণহানি ব্রহ্মপুত্রে'— তাহলে কি একে অর্থপূর্ণ বলে মনে হবে? নিশ্চয়ই না। সুতরাং অর্থপূর্ণ শব্দের মধ্যে ভাষার প্রাণভোমরা লুকিয়ে থাকলেও ভাষা প্রাণ পায় তখনই যখন তাকে সুশৃঙ্খলভাবে বাক্যে ব্যবহার করা যায়। আবার এই শব্দ, পদ বা বাক্যের যখন বিশিষ্ট প্রয়োগ করা হয় তখন ভাষায় প্রকাশ পায় দীপ্তি, যা তাকে পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। এখানে বলে রাখা ভালো যে, এক কিংবা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরি অর্থবোধক ও উচ্চারণযোগ্য একককে বলা হয় শব্দ। শব্দ স্বতন্ত্রভাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, আদালত, হাসপাতাল, বাঘ ইত্যাদি। বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দকে বলা হয় পদ। তবে বিভক্তি চিহ্ন ছাড়াও পদ হতে পারে। যেমন, 'তিনি মহাভারত পড়ছেন'। এখানে 'মহাভারত' বিভক্তি চিহ্নহীন পদ।

১০.৩.১ পদ পরিবর্তন

আপনারা জানেন বাংলা ব্যাকরণে পাঁচ রকমের পদ আছে— বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া। এই পাঁচটির মধ্যে একমাত্র বিশেষ্য ও বিশেষণেরই পরিবর্তন করা যায়। সুতরাং পদপরিবর্তনের অর্থ হল বিশেষ্য পদকে বিশেষণে এবং বিশেষণ পদকে বিশেষ্যে পরিবর্তিত করা।

আসুন জেনে নিই ...



কৃৎ ও তদ্ধিত ***প্রত্যয়*** যোগ করে বিশেষ্য ও বিশেষণপদকে যথাক্রমে বিশেষণ ও বিশেষ্যে পরিবর্তিত করা যায়। -তব্য, -অনীয়, -ত, -ঈ, -এ, -অ, -অন, -তি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রত্যয় যোগ করে এই পরিবর্তন করা সম্ভব হয়।

বিশেষ্য পদকে বিশেষণে পরিবর্তন করলে তার রূপ কেমন হয় তা এই উদাহরণগুলো থেকে দেখুন —



প্রত্যয় ঃ একটি পদের প্রথম অংশকে বলে প্রকৃতি আর দ্বিতীয় অংশ প্রত্যয়। প্রকৃতি অংশের সঙ্গে যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যোগ করে শব্দ গঠন করা যায় তাকেই প্রত্যয় বলে। কাঁদ্, চল্, নাচ্ ইত্যাদি ধাতু প্রকৃতির সঙ্গে বর্ণ যোগ করলে হয় কৃৎ প্রত্যয়। আর শব্দ প্রকৃতির সঙ্গে বর্ণ যোগ করে হয় তদ্ধিত প্রত্যয়। যেমন- চল্ + অন্ত = চলন্ত (কৃৎ), ডাক্তার + ই = ডাক্তারি (তদ্ধিত)

বিশেষ্য	বিশেষণ
অণু	আণবিক
অগ্র	অগ্রিম
অনুবাদ	অনূদিত
অগ্নি	আগ্নেয়
অন্তর	আন্তরিক
আদর	আদুরে
ইচ্ছা	ঐচ্ছিক
উন্মাদ	উন্মত্ত
উচ্ছ্বাস	উচ্ছ্বসিত
অংশ	আংশিক
কর্ম	কর্মী
কায়	কায়িক
উত্তাপ	উত্তপ্ত
উপকার	উপকৃত
খণ্ড	খণ্ডিত
খেদ	খিন্ন
গো	গব্য
গ্রহণ	গ্রহণীয়, ***গ্রাহ্য***
গ্রাম	গ্রামীণ, গ্রাম্য
ঘর	ঘরোয়া
চোর	চোরাই
চক্ষু	চাক্ষুষ
জন্তু	জান্তব
জন্ম	জাত
তেজ	তেজী
দহন	দাহ্য
দেব	দৈব
দেহ	দৈহিক
দোষ	দুষ্ট
ধর্ম	ধার্মিক
নগর	নাগরিক
ধার	ধারালো



গ্রহণ ঃ আমার আবেদন গ্রহণ করুন।

গ্রাহ্যঃ আমার কথা তিনি গ্রাহ্যই করলেন না।

● আপনি আমার মতামতকে ***গ্রাহ্য*** নাও করতে পারেন, কিন্তু প্রণাম ***গ্রহণ*** করতে অসুবিধা কোথায়? এভাবে পদের পরিবর্তন করে বাক্যে প্রয়োগ করা যায়।

নিশা	নৈশ
বিধি	বৈধ
পুর	পৌর
পাথর	পাথুরে
পিশাচ	পৈশাচিক
ভাত	***ভেতো***
ভূমি	ভৌম
নাশ	নষ্ট
মন	মানসিক
মুখ	মৌখিক
মধু	মধুর
মাটি	মেটে
যোগ	যৌগিক
শরীর	শারীরিক
সূর্য	সৌর



'ভাত এত বেশি বেশি খেলে সবাই তোমাকে ***ভেতো*** বলে অপমান করবে।' (পদ পরিবর্তনের ফল ও বাক্যে তার প্রয়োগ লক্ষ করুন)

বিশেষণ পদকে বিশেষ্যে পরিবর্তন করলে তার রূপ কেমন হয় তা এই উদাহরণগুলো থেকে দেখুন —

বিশেষণ	**বিশেষ্য**
অলস	আলস্য
কঠিন	কাঠিন্য
চতুর	চাতুর্য
চঞ্চল	চাঞ্চল্য
চালাক	***চালাকি***
তরুণ	তারুণ্য
দরিদ্র	দরিদ্রতা, দারিদ্র্য,
দীর্ঘ	দৈর্ঘ্য
নিষিদ্ধ	নিষেধ
প্রচুর	প্রাচুর্য
প্রবল	প্রাবল্য
মধুর	মাধুর্য
বিচিত্র	বৈচিত্র্য, বিচিত্রতা
বিদগ্ধ	বৈদগ্ধ্য



চালাক ঃ চালাক লোকেরা সবসময় ***চালাকি*** দিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়।



শীতঃ শীতকালে পাহাড়ি অঞ্চলে *শৈত্য* প্রবাহ বইতে দেখা যায়।
হিংস্রতাঃ খাঁচায় *হিংস্র* পশুরাজ কখনও *হিংস্রতা* ভোলে না।

মুগ্ধ	মোহ
শীত	*শৈত্য*
সার্থক	সার্থকতা
সুরভি	সৌরভ
উচিত	ঔচিত্য
উৎকৃষ্ট	উৎকর্ষ
উজ্জ্বল	ঔজ্জ্বল্য
হিংস্র	*হিংস্রতা*
উদার	ঔদার্য
সামুদ্রিক	সমুদ্র
বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমত্তা



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ কোন্ কোন্ পদের পরিবর্তন করা যায়?

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ পদ পরিবর্তনে কী কী প্রত্যয় যোগ করতে হয়?

.....

প্রশ্ন নং ৩ ঃ শুদ্ধ না অশুদ্ধ লিখুন—

ক) 'অনূদিত' একটি বিশেষ্য পদ।
খ) 'অংশ' একটি বিশেষণ পদ।
গ) 'চোর' পদটির বিশেষণ 'চুরি'।
ঘ) 'দরিদ্র' পদ পরিবর্তনে 'দারিদ্র্য' হয়।

.....

১০.৪ বাগ্‌ধারা বা বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ

পরিচিত শব্দসমষ্টি বা বাক্যাংশকে বিশিষ্ট অর্থে প্রকাশ বা ব্যবহার করাকেই বাগ্‌ধারা বা বাগ্বিধি বলে। প্রত্যেকটি ভাষারই এ এক অমূল্য সম্পদ। বাগ্‌ধারা ব্যবহারে কথা বলার ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য আসে এবং তা ভাষার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে বাইরে ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাকেও অত্যন্ত সজীব করে তোলে। আপনাদের পড়ার জন্য এখানে বাংলা বাগ্‌ধারার বিশাল ভাণ্ডারের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সংযোজিত হল।

অকাল কুষ্মাণ্ড (= অকর্মণ্য, অপদার্থ) — পাঁচুটা একেবারে অকাল কুষ্মাণ্ড, এক ক্লাসেই চারবার ফেল করল।

অরণ্যে রোদন (= ব্যর্থ আবেদন) — ওই হাড় কিপ্‌টের কাছে চাঁদা চাওয়া অরণ্যে রোদন ছাড়া কিছুই নয়।

আকাশ-কুসুম (অলীক কল্পনা) — পড়ার দিকে মন নেই, অথচ ডাক্তার হবার আকাশ-কুসুম ভাবনা !

আষাঢ়ে গল্প (= আজগুবি কথা) — কাজটা পারোনি বলে আষাঢ়ে গল্প শুনিয়ে সাফাই দিও না।

ইঁচড়ে পাকা (= অকালে বখে যাওয়া বা স্বভাব নষ্ট হওয়া) — ওই ইঁচড়ে পাকা ছেলেটাকে ঘরে ঢুকতে দেবে না।

ইতি গজ (= কোনোরকমে দায়সারা ভাবে কাজ সারা) — মোহনবাবুর বাড়ি যাবার তাড়া ছিল, তাই ক্লাসটা ইতিগজ করেই সারলেন।

উত্তম-মধ্যম (= প্রচণ্ড মারধোর করা) — চোরটাকে সবাই মিলে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে ছেড়ে দিল।

উভয়-সঙ্কট (= দু-দিকেই বিপদ) — আমার হয়েছে উভয়-সঙ্কট, গেলে মেজোবাবু চটেন, না গেলে বড়োবাবু।

এক চোখা (= পক্ষপাতী) — একচোখা লোককে কেউ পছন্দ করে না।

এক গোয়ালের গোরু (= একই দলের) — অমল বলো আর বিমল বলো সব এক গোয়ালের গোরু।

কলুর বলদ (= নিষ্ফল পরিশ্রম করা, অন্যের স্বার্থে পরিচালিত হওয়া) — চায়ের দোকানে ছেলেটা দিনরাত কলুর বলদের মতো খাটছে অথচ এক পয়সাও পাচ্ছে না।

গোবর গণেশ (= নির্বোধ) — ওই গোবর গণেশটাকে খবর আনতে পাঠিয়েছ, তবেই হয়েছে।

গুড়ে বালি (= আশা পূর্ণ না হওয়া) — আশা ছিল পরীক্ষার পর বেড়াতে যাবো, কিন্তু মামারা চলে আসায় সে গুড়ে বালি।

ঘাড়ে ভূত চাপা (= দুর্বুদ্ধিকে আশ্রয় করা) — ঘাড়ে কী ভূত চাপল কে জানে, এত ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিল।

চুনোপুঁটি (নগণ্য লোক) — আসল অপরাধীদের বাদ দিয়ে পুলিস এখন চুনোপুঁটিদের ধরছে।

ছা-পোষা (= সাধারণ গৃহস্থ) — হরিপদবাবু ছা-পোষা কেরানি।

জগা-খিচুড়ি (= এলোমেলো হয়ে থাকা) — অফিসে গিয়ে দেখলাম সব কাগজ-পত্র জগা-খিচুড়ি হয়ে আছে।

টনক নড়া (= হুঁশ হওয়া) — এখন সব হারিয়ে তার টনক নড়েছে।

টাকার শ্রাদ্ধ (= অযথা ব্যয়) — অনুষ্ঠান না টাকার শ্রাদ্ধ, কী দরকার ছিল এত আড়ম্বরের?

ঠুঁটো জগন্নাথ (= নিষ্কর্মা) — ওঁর মতো ঠুঁটো জগন্নাথ এখানে আর কেউ নেই।

ডুমুরের ফুল (= দুর্লভ দর্শন, অদৃশ্য) — কী রে, পরীক্ষার পর যে একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেলিঙ্গ

ঢাক পেটানো (= সগর্বে প্রচার করা) — নিজের ব্যাপারে সবাই ঢাক পিটিয়ে বেড়ায়।

তীর্থের কাক (= কিছু পাওয়ার আশায় দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করা) — ইণ্টারভিউ দিতে এসে সবাই তীর্থের কাকের মতো বসে আছে।

তাল পাতার সেপাই (= রোগা লম্বা লোক) — তোমার মতো তালপাতার সেপাই সেনাবাহিনিতে যোগ দিয়ে কাজ নেই।

নয়নের মণি (= অত্যন্ত আদরের) — ছেলেটি তার মায়ের নয়নের মণি।

পগার পার (= নাগালের বাইরে চলে যাওয়া) — পুলিশ আসতে আসতে ডাকাতের দলটা পগার পার হয়ে যাবে।

পোয়া বারো (= সবদিক দিয়ে লাভবান) — একে বড়োলোকের ছেলে তায় মোটা মাইনের চাকরি, তোমার তো এখন পোয়াবারো হে।

ব্যাঙের সর্দি (= অসম্ভব ব্যাপার) — ওঁর মতো দাম্ভিক এই গরিবের ঘরে আসবেন, এ যে ব্যাঙের সর্দি হওয়াঙ্গ

ভাগের মা (= যার সম্বন্ধে কেউ নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে না) — ভাগের মা গঙ্গা পায় না, তাই সংসারের উন্নতি আর হয়নি।

মুখের কথা (= সহজ কাজ) — চাকরি পাওয়া আজকাল মুখের কথা নয়।

শাপে বর (= মন্দ থেকে ভালো হওয়া) — আগের কাজটা ছেড়ে দিয়ে তোমার শাপে বরই হয়েছে।

সুখের পায়রা (= সুসময়ের বন্ধু) — রায়বাবুর সুখের পায়রারা আজ তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে।

হাতের পাঁচ (= শেষ সম্বল) — তোমার মা হাতের পাঁচ হিসাবে এই টাকা ক'টাই রেখে গেছেন।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৪ ঃ বাগ্‌ধারা ব্যবহারে কথা বলার ভঙ্গিতে কী পরিবর্তন আসে?

.....

প্রশ্ন নং ৫ ঃ 'অলীক কল্পনা' বোঝাতে কোন বাগ্‌ধারাটি ব্যবহার করবেন—

(ক) আষাঢ়ে গল্প, (খ) গুড়ে বালি (গ) আকাশ কুসুম

.....

প্রশ্ন নং ৬ ঃ 'নয়নের মণি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি লিখুন —

(ক) সাধারণ গৃহস্থ। (খ) নিষ্কর্মা। (গ) অত্যন্ত আদরের।

.....



আসুন জেনে নিই...

বাংলায় যাকে বাগ্বিধি বলছি সেটাকেই ইংরেজিতে 'idiom' বলে। অনেক ইংরেজি 'ইডিয়ম'-এর বঙ্গানুবাদ বাংলায় বাগ্বিধি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন 'কাচের ঘরে বসে থাকা', 'কেকের ভাগের প্রতিযোগিতা' ইত্যাদি। আজকাল সংবাদপত্রের শিরোনামে বাগ্বিধি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।



আপনাদের করণীয়— ১০.১

(ক) পাঁচটি বিশেষ্য শব্দকে বিশেষণে পরিবর্তিত করে প্রত্যেকটির একটা করে বাক্য রচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

১০.৫ বাংলা বানান

মুদ্রণযন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার আগে দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলায় যাবতীয় গ্রন্থ হাতে-লেখা পুঁথিতে ধরে রাখা ছিল। সেসব পুঁথিতে যে বানান অনুসরণ করা হতো তাতে একদিকে যেমন লেখকদের শিক্ষা ও রুচির প্রতিফলন দেখা যায়, অন্যদিকে তেমনি সে-সময়ের বানান রীতিরও আঁচ পাওয়া যায়। এ-সব বানানের মধ্যে উচ্চারণকে অনুসরণ করে লেখার প্রবণতা দেখা যায়। অষ্টাদশ শতকেই প্রথম বাংলা বানানকে কিছুটা নিয়মে বাঁধবার চেষ্টা শুরু হয়। তবে জটিলতা কাটতে অনেক সময় নিয়েছে। এখনও যে সম্পূর্ণ জটিলতা কেটেছে তা নয়। তবু একটা সাধারণ নিয়ম তৈরি হয়ে গেছে যার সাহায্যে কোন বানান কীভাবে লেখা হবে তা সহজেই জেনে নেওয়া যায়।

আপনারা বর্তমান আলোচনায় সেই সাধারণ নিয়মগুলোকে জানবেন ও বানান লেখার সময় এই নিয়মকে মেনে চলার চেষ্টা করবেন। আপনারা এর আগে জেনেছেন যে ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রথম এই নিয়মাবলি প্রকাশ করা হয়েছিল (৬ষ্ঠ অধ্যায়ের 'পরিচিতি' অংশ দেখুন)।

১০.৫.১ বানান রীতি

বাংলা বানানকে বর্তমানের সংশোধিত রূপে লিখতে নিম্নলিখিত নিয়মগুলোকে অনুসরণ করবেন। এখানে অবশ্য সবগুলো নিয়মকে আপনাদের পাঠের অন্তর্ভুক্ত করা হল না, যেগুলো খুব জরুরি সেগুলোকেই এখানে তুলে ধরা হল।

- *রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জন* — সংস্কৃত ব্যাকরণে এই নিয়মটি থাকলেও অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে সংস্কৃতের নিয়মে লিখিত বানানে রেফের পরে ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব প্রচলিত ছিল। যেমন — পূর্ব্ব, কার্য্য, অর্দ্ধ, কর্ত্তা ইত্যাদি। কিন্তু এদের অধুনা গৃহীত বানান হবে পূর্ব, কার্য, অর্ধ, কর্তা। এরকম আরও শব্দ — শর্ত, পর্দা, কর্ম, বর্জন, ধর্ম, ভট্টাচার্য, সূর্য, বর্ধমান।
- *হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরচিহ্ন (ই/ঈ, উ/ঊ)* — ***তৎসম*** শব্দের ক্ষেত্রে যে বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুটি বিকল্পই আছে সেখানে হ্রস্ব বানানই ব্যবহৃত হবে। যেমন— 'কুমীর' নয় 'কুমির', পাখী > পাখি, ঊনিশ > উনিশ, চীৎকার > চিৎকার, পল্লী > পল্লি ইত্যাদি। ***তদ্ভব*** শব্দে সবসময় হ্রস্ব স্বরই ব্যবহৃত হবে। তেমনই কয়েকটি শব্দের বানান এরকম — দিঘি, বাড়ি, হাতি, হিরা, রানি, কাহিনি, শ্রেণি, সূচি ইত্যাদি।

  স্ত্রীবাচক, জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দে হ্রস্ব স্বর ব্যবহৃত হবে। যেমন — মাসি, পিসি, পাগলি, চাকরানি, কাকি, ইংরেজি, গুজরাতি, অসমিয়া, বাঙালি, ফরাসি, জমিদারি, ডাক্তারি, তবলচি ইত্যাদি। 'আবলি' সংস্কৃতে বিকল্প হিসাবে প্রচলিত ছিল বলে বাংলায় দীপাবলি, প্রশ্নাবলি, নামাবলি ইত্যাদি বানান লেখা উচিত। বিদেশি শব্দ বাংলায় গৃহীত হলে সেখানে 'ই'-কার ব্যবহৃত হয়। যেমন, খুসি, তৈরি ইত্যাদি।
- *'ঙ' না 'ঙ্গ'* — যে বানানে এই দুটোই প্রচলিত সেখানে শুধু 'ঙ'-এর ব্যবহার হবে। কোথাও বিকল্পে 'ং'-ও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন — বাঙালি, বাংলা, রঙ, ভাঙন
- *'ঙ' আর 'ং', 'ম্'* — সন্ধির দ্বিতীয় অংশের প্রথম অক্ষর যদি ক, খ, গ, ঘ হয় তবে প্রথম অংশের শেষ অক্ষর 'ম' ং-এ রূপান্তরিত হবে। যেমন—

  অলম্ + কার = অলংকার

  অহম্ + কার = অহংকার

  সম্ + গীত = সংগীত

  ভয়ম্ + কর = ভয়ংকর

  এভাবে 'ম্'-এর পরে অন্তঃস্থ 'ব' থাকলে 'ং' হবে। যেমন —

  কিম্ + বদন্তি = কিংবদন্তি

  কিম্ + বা = কিংবা

  সম্ = বাদ = সংবাদ



তৎসম ঃ সংস্কৃত থেকে যে শব্দগুলো প্রায় অবিকৃতভাবে বাংলায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলো তৎসম শব্দ। উচ্চারণে আলাদা হলেও লেখায় তা সংস্কৃতের অনুরূপ।

তদ্ভব ঃ যে শব্দগুলোর মূল সংস্কৃত কিন্তু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলা হয়।

বর্গীয় 'ব'ঃ ব্যঞ্জন বর্ণগুলোতে পাঁচটি বর্গে ভাগ করা হয়েছে— ক, চ, ট, ত, প। প-বর্গে আছে প, ফ, ব, ভ, ম। এই 'ব'-টিই বর্গীয় 'ব'। অন্যত্র 'ল'-এর পরে যে 'ব'-টি আছে তা অন্তঃস্থ 'ব'।

সম্ + বর্ধনা = সংবর্ধনা

তবে 'ম্'-এর পরে ***বর্গীয় 'ব'*** থাকলে 'ম্'-ই থাকবে। যেমন — সম্ + বোধন = সম্বোধন। কিন্তু যেখানে সন্ধি হয়নি বা 'ম্' সন্ধির পরিণামে আসেনি সেখানে 'ং' নয় 'ঙ'-ই ব্যবহার করতে হবে। যেমন — অঙ্গ, বঙ্গ, সঙ্গে, কঙ্কাল, বঙ্কিম ইত্যাদি।

- *'কী' আর 'কি'* — যখন প্রশ্ন করলে উত্তরটা 'হ্যাঁ' বা 'না'-তে দেওয়া যায় সেখানে 'কি' হবে। এছাড়া আর সর্বত্র 'কী' হবে— সেটা কর্মবাচ্য হোক, প্রশ্নমূলক সর্বনাম হোক, বিশেষণ হোক বা আশ্চর্যবোধকই হোক।

  যেমন — কী চাই?
  বাঃ কী চমৎকার !
  কী রাম কী শ্যাম, সব সমান।
  কীভাবে যাবে।
  কী হে, কবে যাচ্ছো?

  তবে এমনকি কিনা (তুমি যাবে কিনা, তাই উশখুশ করছ) ইত্যাদি হ্রস্বই হবে।

- *পদান্তে 'ও'কার*— বর্তমান ও ভবিষ্যত কালবাচক আদেশ বা অনুজ্ঞা বোঝাতে ক্রিয়াদের শেষে 'ও' কার ব্যবহৃত হবে। যেমন— করো, চলো, পড়ো, কোরো, পোড়ো, খেয়ো ইত্যাদি। তার তুচ্ছার্থক (অর্থাৎ তুই সম্বোধনে ব্যবহৃত) অনুজ্ঞা 'ও'-কার হবে না। যেমন— 'তুই কর'। অতীত ও ভবিষ্যত কালের ক্রিয়াপদে (অনুজ্ঞা ছাড়া) 'ও' কার ব্যবহৃত হবে না। যেমন— বলত, হল, বলব, কয়ব, হত ইত্যাদি। ইংরেজি 'Too' অর্থে 'ও' যোগ করলে সেটা পদান্তে থাকবে। যেমন— আজিও, আরও। লো-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদ 'ও'-কার দিয়েই লেখা হবে। যেমন— জোরালো, ধারালো, প্যাঁচালো ইত্যাদি। এ-ছাড়া পদান্তে 'ও' কার যুক্ত করা বা না করার আরও কয়েকটি নিয়ম আছে। আপনারা 'আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান' বইটির শেষে প্রদত্ত 'বানানবিধি' দেখতে পারেন। তবে এই মুহূর্তে এটুকু জেনে রাখুন যে, কয়েকটি পদের অর্থভেদকে স্পষ্ট ভাবে বাক্যে প্রকাশ করতে পদান্তে 'ও'-কার দিতে হবে। যেমন, কালো (কাল = সময়), বারো (বার = সপ্তাহের একটি দিন), মতো (মত = সদৃশ), ভালো (ভাল = কপাল), চালানো(চালান = রপ্তানী), খাটো(খাট = কাঠের তৈরি বিছানা, তক্তাপোশ)। সংখ্যাবাচক শব্দও 'ও'-কার দিয়ে লিখতে হবে— এগারো, পনেরো, ষোলো।

- *'ন' এবং 'ণ'*— ণত্ব-বিধান শুধু তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, অন্যত্র নয়। যেমন— অঘ্রান (অগ্রহায়ণ), কান, চিরুনি, রানি, সোনা, ধরন, করুন ইত্যাদি।



আসুন জেনে নিই...

ঋ, র্ (র ফলা), ষ্-এর পর যদি কোনো শব্দে 'ন' থাকে তবে সেটা 'ণ' হবে। এটাকে ণত্ব-বিধি বলে। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ থেকে এই নিয়ম সরাসরি বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছিল বলে তদ্ভব শব্দ মাণিক, সোণা, রাণী, কাণ ইত্যাদিতেও 'ণ' প্রয়োগ করা হত। এভাবে 'ঋ'-এর পর যে কোনো শিসধ্বনি 'ষ'-তে রূপান্তরিত হয়। যেমন ঋষি, বৃষ। আবার 'ট' ও 'ঠ'-এর আগে যুক্তবর্ণরূপে ব্যবহৃত শিসধ্বনিও 'ষ' হয়। যেমন নিষ্ঠুর, কষ্ট, ভ্রষ্ট, ইত্যাদি। তৎসম শব্দের এই বানান রীতিকে ষত্ব-বিধি বলে।

- *ক্ষ এবং খ* — তৎসম শব্দ ছাড়া অন্যত্র 'ক্ষ'-এর স্থানে 'খ' লিখতে হবে। যেমন— 'ক্ষুধা', কিন্তু 'খিদে' (তদ্ভব); 'ক্ষেত্র', কিন্তু 'খেত' (তদ্ভব)। এরকম আরও কয়েকটি প্রয়োগ — খুদ, খেউরি, খেপি, খ্যাপা; খুর ইত্যাদি।
- *বিসর্গ (ঃ) ও হসন্ত চিহ্ন* — তৎসম শব্দে শব্দান্তের বিসর্গ ও হসন্ত চিহ্ন থাকবে না। যেমন — অন্তত (অন্ততঃ নয়), প্রথমত (প্রথমতঃ নয়), ক্রমশ (ক্রমশঃ নয়), প্রায়শ (প্রায়শঃ নয়), আশিস (আশিস্ নয়), পৃথক (পৃথক্ নয়)। ব্যাকরণ-সম্মত বিকল্প রূপ থাকায় দুঃস্থ, নিঃস্তব্ধ, নিঃস্পৃহ, মনঃস্থ ইত্যাদি বানান লিখতে হবে দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, মনস্থ রূপে। তবে অন্যান্য শব্দে ভিতরকার বিসর্গ ও হসন্ত চিহ্ন থাকবে। যেমন— বয়ঃসন্ধি, অতঃপর, প্রাতঃকৃত্য, বাগ্‌দেবী, বাগ্‌ধারা, দিক্‌চক্র ইত্যাদি।
- *ঋ-কার ও খণ্ড-ত (ৎ)* — অতৎসম শব্দে (তদ্ভব) ঋ-কার এবং খণ্ড 'ত' (ৎ) ব্যবহৃত হবে না। যেমন — বৃটিশ > ব্রিটিশ, খৃস্টান > খ্রিস্টান, কিসমৎ > কিসমত, শরবৎ > শরবত, কাৎলা > কাতলা ইত্যাদি।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৭ ঃ কোন সময় বাংলা বানানকে কিছুটা নিয়মে বাঁধার চেষ্টা শুরু হয়?

.....

প্রশ্ন নং ৮ ঃ অধুনা প্রচলিত বানানটি চিহ্নিত করুন—
কর্ম্ম, অর্দ্ধ, অসমীয়া, হাতী, পাখি, চীৎকার।

.....

প্রশ্ন নং ৯ ঃ প্রশ্নবোধক বাক্য লিখে 'কী' ও 'কি'-এর পার্থক্য দেখান।

.....

প্রশ্ন নং ১০ ঃ কোন 'ব'-এর আগে 'ম' থাকলে সেটা 'ং' হয়ে যায়?

.....



আপনাদের করণীয়— ১০.২

সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী লিখিত বাংলা বানান আর সংশোধিত বানানের মধ্যে কীধরনের পার্থক্য দেখলেন, তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

.....

.....

.....

.....

১০.৫.২ অশুদ্ধ বানান ও তার সংশোধিত রূপ

এখানে যে বানান তালিকা দেওয়া হল তার সাহায্যে আপনারা বাংলা বানানের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করতে পারবেন।

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
অদ্ভূত	অদ্ভুত	পুরষ্কার	পুরস্কার
অনুকুল	অনুকূল	আবিস্কার	আবিষ্কার
আলস্যতা	অলসতা, আলস্য	পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ
অশ্রুজল	অশ্রু, চোখের জল	মধ্যাহ্ণ	মধ্যাহ্ন
অসহ্যনীয়	অসহনীয়	অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ
অহর্নিশি	অহর্নিশ	অর্দ্ধ	অর্ধ
অধিবাসীগণ	অধিবাসিগণ	সন্মুখ	সম্মুখ
কিম্বা	কিংবা	সন্মতি	সম্মতি
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তি	সন্মান	সম্মান
স্বয়ম্বর	স্বয়ংবর	আশীষ	আশিস
বশম্বদ	বশংবদ	মধুসুদন	মধুসূদন
একত্রিত	একত্র	দূর্গা	দুর্গা
পার্বত্য	পর্বতীয়	ঋষিকেশ	হৃষীকেশ
ঐক্যতা	একতা	সমীচিন	সমীচীন
সখ্যতা	সখ্য	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
ব্যবসা	ব্যবসায়	উপযোগীতা	উপযোগিতা

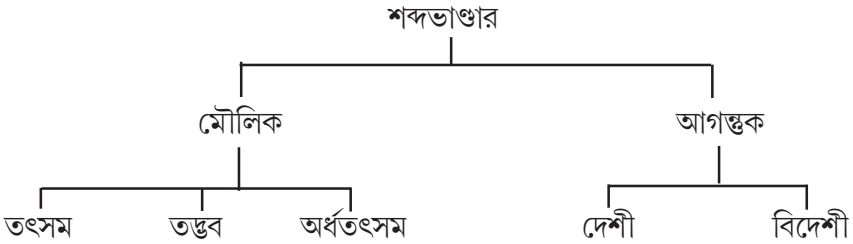
দোষণীয়	দূষণীয়	প্রতিদ্বন্দ্বীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	কালীদাস	কালিদাস
মনযোগ	মনোযোগ	কালি	কালী
দুরাবস্থা	দুরবস্থা	পিতামাতা	মাতাপিতা
দারিদ্রতা	দরিদ্রতা	মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা
সম্বাদ	সংবাদ	মহিমাময়	মহিমময়
তরুছায়া	তরুচ্ছায়া	নির্দোষী	নির্দোষ
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
প্রাতঃভ্রমণ	প্রাতর্ভ্রমণ	ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ
আনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক	পরমাসুন্দরী	পরমসুন্দরী
তিরষ্কার	তিরস্কার	আপ্রাণ	প্রাণপণ
খৃষ্টাব্দ	খ্রিস্টাব্দ	সঙ্গীত	সংগীত
বৃটেন	ব্রিটেন	গুণাবলী	গুণাবলি

১০.৬ শব্দভাণ্ডার

শব্দ গেঁথে-গেঁথেই আমাদের কথা-মালা। যে কোনো ভাষার শব্দভাণ্ডারে নিজের ভাষার প্রাচীন ও পরিবর্তিত শব্দ তো থাকবেই তার সঙ্গে থাকবে অন্য ভাষার ধার করা শব্দ। বাংলা ভাষাও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারতের মাটিতে আদি-অধিবাসীদের ভাষা এবং পরবর্তী বৈদিক-আর্যদের কথ্য ভাষার উপাদান বাংলায় থাকাটা অসম্ভব নয়। কেননা ভাষাবিশেষজ্ঞদের মতে বৈদিক ভাষাই কালক্রমে বিবর্তিত হতে হতে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলোর জন্ম দিয়েছে। তবে বাংলাভাষার সৃষ্টি, অন্যান্য ভাষার মতোই এরকম একরৈখিক নয়। বিবর্তিত হতে হতে অন্যান্য ভাষা থেকেও বাংলাভাষা শব্দ গ্রহণ করেছে। এমনকী যাদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বা ব্যবসায়িক যোগাযোগ ঘটোছিল বাঙালির, তাদের ভাষার কিছু শব্দও বাংলার ভাণ্ডারে জমা হয়েছে।

১৪.৬.১ শ্রেণিবিন্যাস

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডায়কে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিভক্ত করা যায়—



এই ছক অবলম্বনে বলা যায়, বাংলা শব্দ প্রধানত দুই জাতির — মৌলিক ও

আগন্তুক। মৌলিক শব্দ ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে গৃহীত বা আগত। আগন্তুক শব্দ অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, সেমীয়, ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর শাখান্তর থেকে নেওয়া।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১১ ঃ ভাষাবিশেষজ্ঞদের মতে কোন ভাষা কালক্রমে বিবর্তিত হতে হতে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলোর জন্ম দিয়েছে?

.....

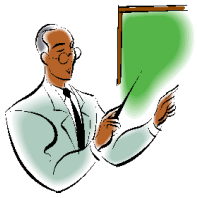
প্রশ্ন নং ১২ ঃ বাংলা শব্দভাণ্ডারে মৌলিক শব্দ কত প্রকার?

.....

১০.৬.২ মৌলিক শব্দ

যে-সব শব্দ ভারতীয় আর্যভাষা থেকে এসে বাংলা শব্দভাণ্ডারে স্থান করে নিয়েছে সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। এগুলোকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়- (১) তৎসম, (২) তদ্ভব এবং (৩) অর্ধ তৎসম

- *তৎসম শব্দ ঃ* সংস্কৃত ভাষা থেকে যে-সব শব্দ সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে, সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে। এরা উচ্চারণে সংস্কৃতের মতো নয় তবে আকৃতিতে অপরিবর্তিত। (মনে বাধতে হবে, 'তৎ'বলতে সংস্কৃতকে বোঝায়। তৎ > তার + সম > সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের মতো) যেমন— অঙ্গ, অগ্নি, আকাল, আঘাত, ঈশ্বর, উত্তর, তৃণ, নক্ষত্র, শান্তি, শ্রম।



আসুন জেনে নিই...

সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণে সমস্ত শব্দের উৎস হিসাবে শব্দরূপ এবং সমস্ত ক্রিয়া বা কাজের উৎস হিসাবে ধাতুবংশকে মূল রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন চক্র, পক্ষী, মঙ্গল (শব্দরূপ) অথবা √গম্ (যাওয়া কোমালে), √কৃ (করা বোঝালে), √ভূ (হওয়া অর্থে)। বাংলায় যেসব সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হয়োছ সেগুলো বিভিন্ন শব্দরূপের প্রথমার (কর্তৃকারকের) এক বচনের রূপ। যেমন 'আকাশঃ' শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ হল 'আকাশঃ' বা 'নর' শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ হল 'নরঃ'। বাংলায় এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় কিন্তু তা উচ্চায়ণে ও রূপে আলাদা। শব্দান্তের বিসর্গ উচ্চারিত হয় না এবং তা শব্দের শেষে বসেও না। সংস্কৃতের স্বরান্ত শব্দগুলো বাংলায় ব্যঞ্জনান্ত হয়ে যায়।

- *তদ্ভব শব্দ ঃ* যে-শব্দ সংস্কৃত অর্থাৎ আদি ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে বিবর্তনের ভেতর দিয়ে বাংলা ভাষায়

গৃহীত হয়েছে, তাকে তদ্ভব শব্দ বলে।

এই বিবর্তন একাধিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হয়েছে। সংস্কৃত 'কার্য' পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃতে হল 'কজ্জ'। এটা আকর রূপান্তরিত হয়ে বাংলায় 'কাজ' হয়েছে। বাংলার কেয়েকটি তদ্ভব শব্দ — অঙ্ক > আঁক, অদ্য > আজ, কাষ্ঠ > কাঠ, কমকার > কামার, নৃত্য > নাচ, জালিক > জেলে, পত্র > পাতা, মৎস্য > মাছ, সামন্তপাল > সাঁওতাল, দ্রম্য > দাম, পর্ণ > পান (পাতা)।



আসুন জেনে নিই...

শুধু সংস্কৃত শব্দই নয়, ইন্দোইউরোপীয় — যেমন, গ্রীক, প্রাচীন পারসিক ভাষা, মোঙ্গল গোষ্ঠীর ভাষা বা দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর বহু শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হয়ে পরে তা আবার বিবর্তনের নিয়মে বাংলায় তদ্ভব শব্দ হিসাহে এসেছে। সুতরাং এই শব্দগুলোর মূল উৎস এই ইন্দোইউরোপীয়, মোঙ্গলীয়, দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা। যেমন, ইঁচলা (মাছ) উলু, খাল, তেঙা, সিমই (সেত্তয়াই), তুরুক ইত্যাদি।

- *অর্ধতৎসম শব্দ ঃ* যে-সমস্ত শব্দ তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ থেকে সরাসরি বাংলায় এসেছিল কিন্তু কালোচিত ধ্বনিপরিবর্তন ও উচ্চারণ বিকৃতি এড়াতে পারেনি, তাদেয় অর্ধতৎসম শব্দ বলে। এদের ভগ্নতৎসম শব্দও বলা যায়। যেমন — অগ্রহায়ণ > অঘ্রাণ, অভ্যাস > অব্যেস, কীর্তন> কেত্তন, শ্রী> ছিরি, বৈষ্ণব >বোষ্টম, মহোৎসব >মোচ্ছব, সমর্থ >সোমও, প্রোতিনী >পেতনি।

১০.৬.৩ আগন্তুক শব্দ

যে-সমস্ত শব্দ ভারতবর্ষের প্রচীনতর অধিবাসীদের ভাষা থেকে বা বিদেশী কোনো ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে আগন্তুক শব্দ বলে। এজন্য আগন্তুক শব্দের দুটি শ্রেণি আছে — দেশী এবং বিদেশী। এই শব্দগুলোকে 'কৃতঋণ' শব্দও বলা হয়।

- *দেশী শব্দ ঃ* দেশী শব্দগুলোর উৎস অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় বা অন্য কোনো অজ্ঞাত ভাষা বংশ। যেমন— ডিম, ঢোঁড়া, কলা, ডাব, সিঙা, ঢিল, চিংড়ি হনজন্, শন্‌শন, হৈ, হৈ (অনুকরি শব্দ) ইত্যাদি।
- *বিদেশী শব্দ ঃ* বিদেশ বা বিদেশীদের সংস্পর্শে আসার ফলে সে-সমস্ত বিদেশী ভাষা থেকে যে-সব শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে বিদেশী শব্দ বলে।



আসুন জেনে নিই...

বাংলায় তুর্কি আক্রমণের সূত্রে ফার্সি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। আর ফার্সির সূত্রেই আরবি। পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসিরা ব্যবসা-সূত্রে এসে ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করেছিল, শেষ পর্যন্ত কায়েম হল ইংরেজ শাসন। বাংলায় সবচেয়ে বেশি এসেছে আরবি-ফার্সি আর ইংরেজি শব্দ। সংস্কৃতির যোগাযোগ সূত্রে কিছু চিনা, জাপানি, রাশিয়ান, জার্মান, ইতালিয়, ব্রহ্মদেশীয় শব্দও বাংলায় এসেছে।

- *আরবি শব্দ ঃ* আক্কেল, আজান, আসবাব, ইজ্জত, খারিজ, গজল, তবলা, জরিমানা, জ্বালাতন, নকল, নগদ, মতলব, লোকসান, সাহেব, হাকিম, হিসাব ইত্যাদি।
- *ফার্সি শব্দ ঃ* আন্দাজ, কোমর, খরিদ্দায়, খুলি, গরম, চলামা, চাকর, চেহারা, দরখাস্ত, দরজা, দোকান, পছন্দ, পোশাক, বাজার , মগজ, মোরগ, সানাই, সবুজ, হামেশা ইত্যাদি।
- *তুর্কি শব্দ ঃ* আলাখাল্লা, উজবুক, উর্দি, কাঁচি, কুলি, চাকু, দারোগা, বাবুর্চি, সুলতান, কুর্নিশ ইত্যাদি।
- *পোর্তুগিজ শব্দ ঃ* আনারস, আলমারি, ইস্তিরি, জানালা, পেরেক, বারান্দা, বোতাম, বেহালা, সাবান, বাসন, কামিজ, পাঁউরুটি ইত্যাদি।
- *ফরাসি শব্দ ঃ* আঁতাত, কার্তুজ, গ্যারাজ, রেস্তোঁরা, মেনু, রেনেসাঁ ইত্যাদি।
- *ওলন্দাজ শব্দ ঃ* ইস্কুরুপ, হরতন, রুইতন, ইস্কাবন, বুর্জোয়া ইত্যাদি।
- *ইংরেজি শব্দ ঃ* অর্ডার, উল, ককি, মাষ্টার, কফি, কাটলেট, চেয়ার, চেক, কেরোসিন, টিকিট, ট্রেন, সিনেমা, টেবিল, কলেজ, কোন, থিয়েটার ইত্যাদি।



আসুন জেনে নিই...

উনিশ শতকের শুরুতে এমন কিছু ইংরেজি শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছিল যা তদ্ভব শব্দের মতো ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে দেখা যায়। যেমন — আপিল, ইঞ্চি, জাঁদরেল, বুরুশ, পলেস্তারা, বেঞ্চি, হাসপাতাল, লজেঞ্চুস, আর্দালি, কৌঁসুলি, গারদ ইত্যাদি।

- *চিনা শব্দ ঃ* চা, চিনি, লুচি, বেইজিং, সাংহাই ইত্যদি
- *জাপানি শব্দ ঃ* নিপন, রিক্সা, হারিকিরি, জুজুৎসু, হাসনুহানা ইত্যাদি।
- *জার্মান শব্দ ঃ* নাৎসি, কিণ্ডারগার্টেন ইত্যাদি।
- *ইতালির শব্দ ঃ* স্টুডিও, ম্যালেরিয়া, ফাসিস্ত, ম্যাজেণ্টা, পাস্তা, পিৎজা ইত্যাদি।
- *রাশিয়ান শব্দ ঃ* সোভিয়েট, বলশোভিক, ভড্‌কা, স্পুটনিক, জার ইত্যাদি।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ দুটি বাংলা তৎসম শব্দ লেখো।

.....

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ সংস্কৃত 'কার্য' শব্দটির বাংলা তদ্ভব রূপ কোনটি?

.....

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ সোমও, ছিরি ইত্যাদি শব্দগুলো কোন শ্রেণির?

.....

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ বাংলা ভাষার আগন্তুক শব্দগুলো অন্য কী নামে পরিচিত?

.....

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় বা অন্য কোনো অজ্ঞাত ভাষাবংশ থেকে যে-শব্দগুলো বাংলায় এসেছে, তাদের কী বলে?

.....

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ দুটি আরবি শব্দ লেখো।

.....

প্রশ্ন নং ১৯ ঃ পাস্তা, পিৎজা ল— এই দুটি কোন বিদেশী শব্দের অন্তর্গত?

.....

১০.৭ সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ

বাংলা ভাষায় প্রতিশব্দের সংখ্যা খুব একা কম নয়। ভাষার মাধুর্যগুণ সঞ্চারিত করতে প্রতিশব্দের গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রতিশব্দগুলোই আসলে সমার্থক শব্দ। একই অর্থ বোঝাতে যে-শব্দগুলো ব্যবহার করা যায় তাদেরই সমার্থক শব্দ বলে।

আর যে শব্দসমূহ অন্য শব্দের উল্টো বা নঙর্থক অর্থ প্রকাশ করে সেগুলোকে বিপরিতীর্থক শব্দ বলে।

১০.৭.১ সমার্থক শব্দ

এখানে উদাহরণ হিসাবে কায়কটি সমার্থক শব্দ উল্লেক করা হয়েছে-

অগ্নি	ঃ	আগুন, পাবক, বিভাবসু, বহ্নি
অন্ধকার	ঃ	আঁধার তমসা, তমঃ, তিমির
আকাশ	ঃ	গগন, অম্বর, নভঃ, অন্তরীক্ষ
উত্তম	ঃ	ভালো, সুন্দর, শ্রেষ্ঠ, উপাদের
কন্যা	ঃ	মেয়ে, তনয়া, নন্দিনী, আত্মজা

গৃহ - ঘর, ভবন, নিকেতন, আবাস
জল - বারি, নীর, পানীয়, জীবন
নদী - তটিনী, স্রোতস্বিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী
পদ্ম - অরবিন্দ, কোকনদ, সরোজ, পঙ্কজ
পৃথিবী - ধরনী, বসুন্ধরা, মেদিনী, বসুমতী
মেঘ - জলদ, পর্জন্য, অম্বুদ, নীরদ
রজনী - যামিনী, নিশা, শর্বরী, রাত্রি
সূর্য - অর্ক, আদিত্য, তপন, মিহির

১০.৭.২ বিপরীতার্থক শব্দ

এখানে উদাহরণ হিসাবে কারমটি বিপরীতার্থক শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে —

অবতরণ - উত্তরণ	বক্র - ঋজু
উদায় - সঙ্কীর্ণ	আস্তিক - নাস্তিক
প্রাচীন - অর্বাচীন	আবাহন - বিসর্জন
উজান - ভাঁটা/ভাঁটি	আসামি - ফরিয়াদী
অজ্ঞ - বিজ্ঞ	জঙ্গম - স্থাবর
স্বাধীন - পরাধীন	টাটকা - বাসি
গুপ্ত - ব্যক্ত	বন্ধন - মুক্তি
অমৃত - গরল	বিষাদ - হর্ষ
অনুরাগ - বিরাগ	লোভী - নির্লোভ
অন্তর - বাহির	পূর্ণ - শূন্য
কৃত্রিম - স্বাভাবিক	সরল - কপট
কনিষ্ঠ - জ্যেষ্ঠ	আকার - নিরাকরি।



১০.৮ অধ্যায়-সংক্ষেপ

- বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের পরিবর্তন প্রক্রিয়া ও তাদের বাক্যে প্রয়োগ।
- বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের বাক্যে বিশিষ্ট প্রয়োগ।
- শব্দভাণ্ডারের শ্রেণিবিভাগ।
- মৌলিক শব্দের রূপভেদ ও উৎস।

- আগন্তুক শব্দের নানা উৎস।
- বিপরীতার্থক ও সমার্থক শব্দ।
- বাংলা বানান যথার্থভাবে লেখার জন্য কয়েকটি নিয়ম।
- কয়েকটি সাধারণ ভুল ও তার বানানের শুদ্ধ রূপ।



১০.৯ অতিরিক্ত পঠন

১) চট্টপাধ্যায়, সুনীতিকুমার; *ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ।*
২) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি; *আকাদেমি বানান অভিধান*।
৩) পশ্চিমবঙ্গ সংসদ; *সংসদ বানান অভিধান।*
৪) সরকার, পবিত্র; বাংলা বানান সংস্কার ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা।
৫) সেন, সুকুমার; *ভাষার ইতিবৃত্ত।*



১০.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বিশেষ্য, বিশেষণ পদ।
২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বিভিন্ন কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়।
৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ (ক) অশুদ্ধ। (খ) অশুদ্ধ। (গ) অশুদ্ধ। (ঘ) শুদ্ধ।
৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বৈচিত্র্য আসে।
৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ আকাশ-কুসুম।
৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ অত্যন্ত আদরের।
৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ অষ্টাদশ শতকে।
৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ পাখি।
৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ -তুমি কী খাবে?
-তুমি কি খাবে?
১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বর্গীয় 'ব'। (অর্থাৎ যে 'ব'টি প-বর্গে আছে)
১১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বৈদিক ভাষা।
১২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ তিনি প্রকার।

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঈশ্বর, তৃণ।

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কাজ।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ অর্ধ তৎসম।

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কৃতঋণ শব্দ।

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ দেশী শব্দ।

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ আসবাব, জরিমানা?

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ইতালিয়।



১০.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন নং ১ ঃ কোনটি কী পদ উল্লেখ করে পদ পরিবর্তন করুন —

অগ্র, আগ্নেয়, ইচ্ছা, অংশ, কর্মী, ধার্মিক, নিশা, মেটে, উৎকর্ষ, সমুদ্র, প্রবল, দরিদ্র।

প্রশ্ন নং ২ ঃ অশুদ্ধি সংশোধন করুন —

দীপাবলী, চীৎকার, বর্জ্জন, ইংরেজী, বাঙ্গালী, অংক, সম্বাদ, ভয়ঙ্কর, ছোট, পনের, আজো, ক্ষেত, বাগদেবী।

প্রশ্ন নং ৩ ঃ বাংলা ভাষায় মৌলিক শব্দ কোনগুলি? উদাহরণ দিয়ে বোঝান।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ বাংলা ভাষার আগন্তুক শব্দের মূল উৎস কী কী?

প্রশ্ন নং ৫ ঃ বিদেশী শব্দের দুটি উৎস উল্লেখ করে প্রত্যেকটির দুটি করে উদাহরণ দিন।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ পাঁচটি দেশী শব্দের উদাহরণ দিন।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ তৎভব শব্দ কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ নিম্নলিখিত শব্দগুচ্ছের দুটি করে সমার্থক শব্দ লিখুন—

অগ্নি, নদী

প্রশ্ন নং ৯ ঃ বিপরীত শব্দ লিখুন — ফরিয়াদী, আবাহন, অনুরাগ, অর্বাচীন, কপট।

*** এ-ছাড়া অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্নমালায় যে-ধরনের প্রশ্ন দেখেছেন, সে-ধরনের প্রশ্নও থাকতে পারে।**

*** ***** ***